দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 09 FEB 2016
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৩

শিক্ষায় শিশুর মনস্তত্ত্ব

এম জয়নুল আবেদীন

বিশেষ জ্ঞান অর্জন বা কৌশল আয়ত্ত করাই শিক্ষা। শিক্ষা সম্পূর্ণভাবে আচরণগত ও মানসিক ব্যাপার। শিশুর বর্ধন ও বিকাশে মনস্তত্ত্ব ব্যাপকভাবে জড়িত। মাতৃগর্ভে ভ্রূণ অবস্থা থেকে শুরু হয় মনস্তত্ত্বের কার্যক্রম। বংশগতি ও পরিবেশ শিশুর বুদ্ধির বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এ নিয়ে অবশ্য বিতর্ক আছে। বংশগতি মা-বাবা বা পূর্বপুরুষের নিকট থেকে জন্মসূত্রে পাওয়া শারীরিক, মানসিক বা স্বভাবগত কিছু বৈশিষ্ট্য। নিবিড় পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে দেখা গেছে পরিবেশ বুদ্ধির বিকাশে মুখ্য দায়িত্ব পালন করে। কারণ কাউকে যদি বস্তি এলাকায় রেখে লালন-পালন করা হয় তবে সে ওই পরিবেশের উপযোগী আচরণগত শিক্ষা গ্রহণ করবে।

শিক্ষার ক্ষেত্রে আমরা শুধু ভালো ফলাফলের দিকে নজর দেবো না। এমনও দেখা গেছে বোর্ড স্ট্যান্ড করে প্রত্যাশিত চাকরি পায়নি বা বেকার আছে। আবার মধ্যম মানের রেজাল্ট করে ভালো চাকরি করছে। এ জন্য প্রকৃত মানুষ হয় বা জ্ঞান অর্জন করে সেদিকে গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন।

কীভাবে শিখলে দীর্ঘদিন মনে থাকবে? এর কৌশল কী? শিক্ষণের প্রকারভেদ, গতি-প্রকৃতি, শিক্ষণে কী কী শর্ত কাজ করে? এর উপাদানই বা কী? এ বিষয়গুলো শিক্ষক, অভিভাবককে ভালো করে জানতে হবে। শিক্ষণে পুরস্কার ও শাস্তির প্রভাব রয়েছে। সরকার সম্পূর্ণভাবে শাস্তি নিষিদ্ধ করেছে। আমরা কীভাবে পুরস্কার দেবো? কতটুকু দেবো ? আর শাস্তি বা তিরস্কার শিশুর মনস্তত্ত্বে কী প্রভাব ফেলে তা ভেবে দেখতে হবে? শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থী যদি সঠিক প্রতিক্রিয়া দেখায় তবে তাকে বাহবা দিতে হবে যাতে অন্যেরা উৎসাহিত হয়। শিক্ষককে শিক্ষার্থীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানতে হবে। কেন পড়া পারছে না? কেন পোশাক ময়লাযুক্ত? কেন হোমওয়ার্ক করে আসছে না? এসব আচরণ কেন করছে তা খুঁজে বের করতে হবে? দৈনন্দিন জীবনে আমরা সবচেয়ে বেশি যে শব্দটি ব্যবহার করি তা হচ্ছে আবেগ। সিকান্দার বক্স সিরিজের নাটকে কথায় কথায় মোশাররফ করিমের কান্না বা মন খারাপ হওয়া আবেগের বহিঃপ্রকাশেরই উদাহরণ। রাগ, ভয়, ঈর্ষা, দুঃখ, আনন্দ, ভালোবাসা ইত্যাদির মাধ্যমে আবেগের প্রকাশ করে থাকি। রক্ত-মাংসের শরীরে অবশ্যই আবেগ থাকবে। শিশু কেন কান্না করছে? কী দিলে তার কান্না থামবে? ক্লাসের আবেগময় আবহাওয়া সম্পর্কে শিক্ষককে সচেতন থাকতে হবে। আবেগই কোনো প্রবৃত্তির পেছনে প্রেষণা ও শক্তি যোগায়। সাময়িক উত্তেজনা হিসেবে কাজ করে। পরিমিত বিকাশ নিশ্চিত করতে হবে। সবার সঙ্গে ভালো ব্যবহার, অন্যায় আচরণ থেকে বিরত থাকা, কারো প্রতি বিদ্বেষ পোষণ না করা ইত্যাদি শিশুর মনস্তত্ত্বে ছোটবেলা থেকে ঢুকিয়ে দিতে হবে।

বৃত্তি নির্বাচন ও ভবিষ্যৎ জীবন বা ক্যারিয়ার কী হবে সে বিষয়ে স্কুল মনোবিজ্ঞান বিশদভাবে ব্যাখ্যা করে। বৃত্তি অর্থাৎ

পেশা নির্ধারণ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কে মানবিক, বিজ্ঞান বা কারিগরি বিষয়ে ভালো করবে—উন্নত দেশগুলোতে বিভিন্ন টেস্ট প্রয়োগের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ প্রবণতা বা আগ্রহ নির্ণয় করা হয়।

খেলা একটি স্বাধীন ও স্বতঃস্ফূর্ত কাজ। শিশুরা খেলার উদ্দেশ্যেই খেলে এবং এ কাজে তাদের পুরোপুরি আগ্রহ ও মনোযোগ থাকে। যদি কোনো কাজ খেলার আগ্রহ নিয়ে করা যায় তবে অখণ্ড মনোযোগই তার বিশেষত্ব হয়ে পড়ে। খেলাই শৈশবে বা কৈশোরে শিক্ষার প্রাকৃতিক উপায়। শিশুরা খেলার মাধ্যমে যে আনন্দ পায় শিক্ষার মধ্যেও যেন সে আনন্দ না হারায় এই থাকে শিক্ষাব্যবস্থার লক্ষ্য। কিন্তু সে কতোটুকু শিখলো বা অর্জন করলো? আর কতোটুকুই মনে রাখলো বা ভুলে গেলো তা বিভিন্ন কর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে মূল্যায়ন করা যায়। বিভিন্ন অভীক্ষা ও পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষা এবং স্মৃতির পরিমাপ করা যায়।

শিক্ষার্থী মনে করে যদি প্রাইভেট না পড়ি বা কোচিং-এ না যাই তবে ভালো ফলাফল করতে পারব না। আসলে এটি মানসিক সঙ্কট। অধিকাংশ স্কুলে লক্ষ্য করলে দেখা যায় বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত পাঠ্যপুস্তকের বাইরে আরও অতিরিক্ত বই সিলেবাসভুক্ত করা হয়। শিশুদের পিঠে বইয়ের ব্যাগ দেখলে মনে হয় তারা সবকিছু নিয়ে এভারেস্ট চূড়ায় আরোহণ করার জন্য যাত্রা শুরু করেছে। এমনকি তারা ব্যাগের ভারে কাহিল হয়ে পড়ছে। ফলে শিক্ষার্থীর ওপর মানসিক চাপ তৈরি হয়।

শিশুর শিখনে ডিজিটাল প্রযুক্তির সমাবেশ ঘটাতে হবে সময়ের প্রয়োজনে। লেকচার মেথডের চেয়ে চিত্র বা ছবি বেশি কার্যকরি। মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টরের মাধ্যমে শিক্ষা কার্যক্রম চালালে শ্রেণিকক্ষে পাঠদান আকর্ষণীয় ও চিত্তাকর্ষক হবে। শিশুরা বড়দের তুলনায় অনেক বেশি ইমোশনাল। ধমকের স্বরে নয় বরং আদর, ভালোবাসা, মায়া, মমতার সঙ্গে শিক্ষা দিতে হবে, যাতে তাদের মনোজগতে বিরূপ প্রভাব না পড়ে। ইনডোরভিত্তিক কম্পিউটার গেম খেলার সুযোগ করে দিতে হবে। শরীরকে নড়াচড়ার সুযোগ দিতে হবে। যদি খেলাধুলার সুযোগ না দেওয়া হয় তবে হিংস্রতা, ঈর্ষা ইত্যাদি প্রকট আকার ধারণ করবে। মাঠে খেলাধুলার মাধ্যমে বন্ধুত্ব, ভালোবাসা, সহমর্মিতা তৈরি হয়। রক্তে সঞ্চালন বেড়ে যায়। শরীরে হালকা ও ফুরফুরে ভাব দেখা দেয়। ফলস্বরূপ অল্প পড়াতেই ক্লাসের পাঠ সহজেই তৈরি হয়ে যায়। ঘণ্টার পর ঘণ্টা টেবিলে বসে থাকতে হয় না। শিশুর মানসিক বিকাশের অগ্রগতি ভালো হয়।

তবে পঞ্চম শ্রেণির সমাপনী পরীক্ষা শিশুর মধ্যে পড়ালেখার প্রতি ভীতি ও মানসিক বৈকল্য তৈরি করছে বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। তাদের সোনালি শৈশব নষ্ট হয়ে যায়। পৃথিবীর কোনো দেশে প্রাইমারি পর্যায়ে পাবলিক পরীক্ষা নেওয়ার প্রচলন নেই। শারীরিক শিক্ষার মতো প্রি-প্রাইমারি থেকে কলেজ পর্যন্ত মানসিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বাধ্যতামূলক করা প্রয়োজন। কারণ মানুষের মানসিক অসুস্থতার জন্য যে ক্ষতি হয় তা শারীরিক ক্ষতির চেয়েও কোনো কোনো ক্ষেত্রে অধিক ভয়ঙ্কর।

● **লেখক : এমফিল গবেষক, শিক্ষা ও গবেষণা ইন্সটিটিউট, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়**
abedintuhin31@gmail.com